রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

মে-২০২২

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

মে মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **৫২৮** টি। নিহত **৬৪১** জন এবং আহত **১৩৬৪** জন। নিহতের মধ্যে নারী **৮৪**, শিশু **৯৭**। **২৪৭** টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত **২৭৯** জন, যা মোট নিহতের **৪৩.৫২** শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার **৪৬.৭৮** শতাংশ। দুর্ঘটনায় **১১৯** জন পথচারী নিহত হয়েছে, যা মোট নিহতের **১৮.৫৬** শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **৯১** জন, অর্থাৎ **১৪.১৯** শতাংশ।

এই সময়ে **৭** টি নৌ-দুর্ঘটনায় **৪** জন নিহত হয়েছে এবং **২** জন নিখোঁজ রয়েছে। **১৩** টি রেলপথ দুর্ঘটনায় **১৭** জন নিহত এবং **৩** জন আহত হয়েছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৯ টি জাতীয় দৈনিক, **৭** টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের চিত্রঃ

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে দেখা যায়- মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী **২৭৯** জন **(৪৩.৫২%)**, বাস যাত্রী **৫৭** জন **(৮.৮৯%)**, ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রাক্টর-ক্রেনগাড়ি আরোহী **৩৯** জন **(৬.০৮%)**, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স-পুলিশ পিকআপ যাত্রী **২৩** জন **(৩.৫৮%)**, থ্রি-হুইলার যাত্রী (ইজিবাইক-অটোরিকশা-অটোভ্যান-টেম্পু-লেগুনা) **৯৪** জন **(১৪.৬৬%)**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহনের যাত্রী (নসিমন-মাহিন্দ্র-টমটম) **১৩** জন **(২.০২%)** এবং বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা-প্যাডেল ভ্যান আরোহী **১৭** জন **(২.৬৫%)** নিহত হয়েছে।

দুর্ঘটনা সংঘটিত সড়কের ধরনঃ

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে **২১৭**টি **(৪১.০৯%)** জাতীয় মহাসড়কে, **১৯১**টি **(৩৬.১৭%)** আঞ্চলিক সড়কে, **৭৪**টি **(১৪%)** গ্রামীণ সড়কে এবং **৪৬**টি **(৮.৭১%)** শহরের সড়কে সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনার ধরনঃ

দুর্ঘটনাসমূহের **১১১**টি **(২১.০২%)** মুখোমুখি সংঘর্ষ, **২১৪**টি **(৪০.৫৩%)** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, **১২৩**টি **(২৩.২৯%)** পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেয়া, **৬১**টি **(১১.৫৫%)** যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং **১৯**টি **(৩.৫৯%)** অন্যান্য কারণে ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনসমূহঃ

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের মধ্যে- ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ **২২.৯৭%**, ট্রাক্টর-ট্রলি-লরি-তেলবাহী ট্যাঙ্কার **২.৯৫%**, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স-জীপ-পুলিশ পিকআপ **৪.৫৯%**, যাত্রীবাহী বাস **১৫.৯৭%**, মোটরসাইকেল **২৯.২১%**, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-লেগুনা-টেম্পু) **১৫.৭৫%**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন (নসিমন-ভটভটি-আলমসাধু-মাহিন্দ্র-টমটম) **৩.৬১%**, বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা-প্যাডেল ভ্যান **৩.৮২%** এবং অন্যান্য (পাওয়ারটিলার-ধানমাড়াইয়ের মেশিন গাড়ি-ডাম্পার-ক্রেনগাড়ি-ট্রেন) **০.৯৮%**।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যাঃ

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা **৯১৪** টি। (ট্রাক **১৫২**, বাস **১৪৬**, কাভার্ডভ্যান **১৯**, পিকআপ **৩৯**, ট্রলি **৮**, লরি **৪**, ট্রাক্টর **১৪**, তেলবাহী ট্যাঙ্কার **১**, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ময়লাবাহী ট্রাক **১**, মাইক্রোবাস **১৮**,

প্রাইভেটকার **১৩**, অ্যাম্বুলেন্স **৪**, জীপ **৬**, পুলিশ পিকআপ **১**, মোটরসাইকেল **২৬৭**, থ্রি-হুইলার **১৪৪** (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-লেগুনা-টেম্পু), স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন **৩৩** (নসিমন-ভটভটি-আলমসাধু-মাহিন্দ্র-টমটম), বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা-প্যাডেল ভ্যান **৩৫** এবং অন্যান্য **৯**টি (পাওয়ারটিলার-ধানমাড়াইয়ের মেশিন গাড়ি-ডাম্পার-ক্রেনগাড়ি-ট্রেন)।

দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণঃ

সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনাসমূহ ঘটেছে ভোরে **৫.৩০%**, সকালে **২৯.৩৫%**, দুপুরে **২২.৫৩%**, বিকালে **১৭.৮০%**, সন্ধ্যায় **১১.১৭%** এবং রাতে **১৩.৮২%**।

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যানঃ

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিভাগে দুর্ঘটনা **২৪.০৫%**, প্রাণহানি **২৪.৮০%**, রাজশাহী বিভাগে দুর্ঘটনা **১৬.০৯%**, প্রাণহানি **১৮.০৯%**, চট্টগ্রাম বিভাগে দুর্ঘটনা **২১.৭৮%**, প্রাণহানি **২০.১২%**, খুলনা বিভাগে দুর্ঘটনা **১২.৫%**, প্রাণহানি **১১.৭০%**, বরিশাল বিভাগে দুর্ঘটনা **৭.৯৫%**, প্রাণহানি **৮.৭৩%**, সিলেট বিভাগে দুর্ঘটনা **৪.১৬%**, প্রাণহানি **৩.৫৮%**, রংপুর বিভাগে দুর্ঘটনা **৭.৫৭%**, প্রাণহানি **৭.৮০%** এবং ময়মনসিংহ বিভাগে দুর্ঘটনা **৫.৮৭%**, প্রাণহানি **৫.১৪%** ঘটেছে।

ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। **১২৭** টি দুর্ঘটনায় **১৫৯** জন নিহত। সিলেট বিভাগে সবচেয়ে কম **২২** টি দুর্ঘটনায় **২৩** জন নিহত। একক জেলা হিসেবে ঢাকা জেলায় সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। **৩২** টি দুর্ঘটনায় **৩৭** জন নিহত। সবচেয়ে কম ঝালকাঠি জেলায়। **৩** টি দুর্ঘটনায় **২** জন আহত। কোনো প্রাণহানি ঘটেনি। রাজধানী ঢাকায় **২৩** টি দুর্ঘটনায় **২৬** জন নিহত হয়েছে।

নিহতদের পেশাগত পরিচয়ঃ

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে পুলিশ সদস্য **৫** জন, বিমান বাহিনীর সদস্য **১** জন, নৌ-বাহিনীর সদস্য **১** জন, সাবেক সেনা সদস্য **১** জন, সাবেক বিডিআর সদস্য **১** জন, আনসার সদস্য **২** জন, স্কুল-কলেজ-মাদরাসার শিক্ষক **২৩** জন, চিকিৎসক **৪** জন, সাংবাদিক **৬** জন, আইনজীবী **৪** জন, প্রকৌশলী **৩** জন, স্থানীয় পর্যটক **৩** জন, বিভিন্ন ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারী **১২** জন, এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারী **১৭** জন, ঔষধ ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রয় প্রতিনিধি **২৯** জন, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী **৩৭** জন, পোশাক শ্রমিক **৯** জন, বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারী **২** জন, রং মিস্ত্রি **২** জন, ধানকাটা শ্রমিক **১৩** জন, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা **১৬** জন এবং দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের **১০৭** জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহঃ

১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা; ৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; ৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহঃ

১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে; ৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা রাস্তা (সার্ভিস রোড) তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ

কমাতে হবে; ৯. টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; ১০. "সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮" বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

দুর্ঘটনা পর্যালোচনা ও মন্তব্যঃ

সড়ক দুর্ঘটনায় গত মে মাসে প্রতিদিন গড়ে **২০.৬৭** জন নিহত হয়েছে। এপ্রিল মাসে প্রতিদিন গড়ে নিহত হয়েছিল **১৮** জন। এই হিসাবে এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে প্রাণহানি বেড়েছে **১৪.১৯** শতাংশ।

দুর্ঘটনায় **১৮** থেকে **৬৫** বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষ নিহত হয়েছেন **৪৮৯** জন, অর্থাৎ **৭৬.২৮** শতাংশ।

ট্রাক-সহ পণ্যবাহী দ্রুতগতির যানবাহন ও মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ড্রাইভারদের বেপরোয়া গতিতে পণ্যবাহী যানবাহন চালানো এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও যুবকদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানোর কারণে তারা নিজেরা দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে এবং অন্যান্য যানবাহনকে আক্রান্ত করছে। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার উর্ধ্বমুখী প্রবণতা আমাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গণপরিবহন সহজ, সাশ্রয়ী ও উন্নত করে, যানজট কমিয়ে মোটরসাইকেল নিরুৎসাহিত করা অতীব জরুরি। কিন্তু এটা না করে মোটরসাইকেল ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বস্তুত, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সরকারের তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। **"সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮"** বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে সড়ক পরিবহন খাতের নৈরাজ্য ও অব্যবস্থাপনার কারণে। এই অবস্থার উন্নয়নে টেকসই সড়ক পরিবহন কৌশল প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

স্বাক্ষরিত

(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন
প্রয়োজনেঃ **০১৭১২ ৬৯০ ৬১৬**